62

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 02 APR 1998
পৃঃ ১১ কলাম ৭

কিশোরগঞ্জে বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলে নানা সমস্যা

কিশোরগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্নমুখী সমস্যা বিরাজ করিতেছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া যেমন বিঘ্নিত হইতেছে তেমনি আর্থিক অনটনে জর্জরিত হইতেছেন বিশেষ করিয়া বেসরকারী শিক্ষকগণ। প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসূত্রে জানা যায়, কিশোরগঞ্জ জেলার ১৩টি থানায় ৪০৫টি নিবন্ধিত ও ১০৮টি অনিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। থানাওয়ারী নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা হইতেছে: কিশোরগঞ্জ সদরে যথাক্রমে ৫১ ও ৭টি, মিটামইনে ২৯ ও ১০টি, ইটনায় ২১ ও ১০টি, পাকুন্দিয়ায় ৭৩ ও ১০টি, কুলিয়ারচরে ১৪ ও ৪টি, করিমগঞ্জে ৩২ ও ২০টি, কটিয়াদীতে ৩২ ও ১৪টি, হোসেনপুরে ৪৯ ও ১৪টি, তাড়াইলে ২০ ও ৬টি, অষ্টগ্রামে ২৪ ও ৪টি, বাজিতপুরে ২৪ ও ৪টি, ভৈরবে যথাক্রমে ১৭ ও ৫টি এবং নিকলীতে শুধু ১৯টি নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। এসমস্ত বিদ্যালয়ে চলতি শিক্ষাবর্ষে ৯০ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করিতেছে। কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা নিবন্ধিত বিদ্যালয়ে ১৬২০ ও অনিবন্ধিত বিদ্যালয়ে ৭৫৬ জন। প্রতিটি নিবন্ধিত বিদ্যালয়েই ২ জন শিক্ষক (গ্রাজুয়েট) ও ২ জন শিক্ষিকা (এসএসসি উত্তীর্ণ) কর্মরত রহিয়াছেন। কোন কোন শিক্ষক বিদ্যালয় সরকারীকরণের আশায় ১৫/১৬ বছর যাবৎ এই পেশায় থাকিয়া অন্য পেশায় জড়িত হওয়ার সুযোগও হারাইয়াছেন। কয়েকজন বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক জানান, তাহাদেরও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, জরিপ কার্যসহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতোই যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিতে হয়। অথচ প্রতিমাসে তাহারা ৫ শত টাকা হইতে সর্বোচ্চ ৭৫০ টাকা পর্যন্ত সরকারী অনুদান পাইয়া থাকেন। এই সামান্য অর্থে তাহারা পরিবার-পরিজন নিয়া অভাব-অনটনে দিন কাটাইতেছেন। অনিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সরকারী এই আর্থিক সুযোগটুকু হইতেও বঞ্চিত হইতেছেন।

এদিকে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন স্কুলঘর ব্যবহারের অনুপযোগী। বিপদের ঝুঁকি নিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস চালানো হয়। কোন কোন স্থানে বিপজ্জনক বিদ্যালয় চাঁদা তুলিয়া সামান্য মেরামত করা হইলেও প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই টুল, টেবিল, চেয়ারসহ শিক্ষা উপকরণের অভাব রহিয়াছে। বিদ্যালয়গুলিতে পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে।

সরকারী নীতিমালা উপেক্ষা করিয়া একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তার সহিত যোগসাজশে নূতন নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। নিয়মানুযায়ী বিদ্যালয়ের জন্য ৩৩ শতাংশ ভূমি, ৪ জন শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দেড় শতাধিক এবং বিদ্যালয়ের নামে ২টি ব্যাংক হিসাব থাকিতে হইবে এবং আশেপাশে দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোন বিদ্যালয় থাকিতে পারিবে না। কিন্তু এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তার কারণে এইসব নীতিমালা না মানিয়াই নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ও নিবন্ধনের অনুমতি প্রদান করা হইতেছে।